সূচীপত্র

জল-ডাকাতির সেকাল-একাল
সেই মগ-ফিরিঙ্গিদের সময় থেকে একেবারে হাল আমলের জল ডাকাতির হাল হকিকত গল্পচ্ছলে শোনালেন প্রসেনজিৎ বেকলে
৯

মানুষ পাচার
দারিদ্র, তাৎক্ষণিক লাভের আশা এমন আরো নানা কারণে সুন্দরবন অঞ্চল থেকে বাঘ, হরিণ, গরুর মতো পাচার হয়ে যাচ্ছে মানুষও সন্ধানী দৃষ্টি লেনা দাশগুপ্ত বসুর
১৭

জলদস্যুদের মুখোমুখি
নিয়মিত জার্নালের এবারের পর্বে কর্মজীবনে জলদস্যুদের মোকাবিলার অভিজ্ঞতা শোনালেন প্রণবেশ সান্যাল
২২

সুন্দরবন সীমান্তের সুরক্ষা
বাদাবন আর নদী-খাঁড়ি সমুদ্রের ভীড়ে মিশে থাকা আন্তর্জাতিক সীমান্ত সুরক্ষার অতীত বর্তমান ভবিষ্যতে আলোকপাত সমীর জোয়ারদারের
২৭

সত্যি জলদস্যুর সন্ধানে
সুন্দরবনে জলদস্যু বাচ্চু সর্দারের খোঁজে সুন্দরবনের আনাচে-কানাচে ঘুরে বহু অজানা তথ্যের সন্ধান সাহিত্যিক সাংবাদিক রূপক সাহার কলমে
২৪

সুন্দরবনে লুঠেরাদের পাঁচশো বছর
ইতিহাসের নানা সূত্র ঘেঁটে সুন্দরবনে চুরি-ডাকাতি -রাহাজানির কালানুক্রমিক সূত্রানুসন্ধান অভিজ্ঞ সুন্দরবন বিশেষজ্ঞ সৌমেন দত্তর
৩১

Download Full Edition at Rs. 50/- only

এছাড়া

সুন্দরবনের জলছবি ঃ সুভাষ চন্দ্র আচার্য্য ৩৫
সুন্দরবনের লোকায়ত দেবদেবী সুন্দরবনকে সংরক্ষণ করতে শিখিয়েছে ঃ কানাইলাল সরকার ৩৮

ধারাবাহিক

সুন্দরবনের জার্নাল ঃ প্রণবেশ সান্যাল ২২
অধ্যাপক অমলেশ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার ৩৯
আমার জীবন আমার সুন্দরবন ঃ তুষার কাঞ্জিলাল ৪২

নিয়মিত বিভাগ

পাঠকের চোখে ৫
সুন্দরবন ঘটনাপঞ্জী ৪৪

অলংকরণ ঃ সিদ্ধার্থ গোস্বামী
নামাঙ্কন ঃ সুন্দরবন দেবব্রত ঘোষ
প্রচ্ছদ ঃ সিদ্ধার্থ গোস্বামী

জল-ডাকাতির সেকাল ও একাল

প্রসেনজিৎ কোলে

হাতের ব্যাগগুলো একে একে সোফায় ছুঁড়েই একরাশ বিরক্তি উজাড় করে দিল সুনেত্রা - একঘন্টা ধরে হাত দেখিয়ে দেখিয়ে হাত ব্যথা হয়ে গেল, একটা ট্যাক্সিও এদিকে আসতে চায়না! মগের মুলুক পেয়েছে নাকি! আর এত আইন কানুন, হেল্পলাইন দিয়েও কেউ কখনো শায়েস্তা হয়েছে বলে তো শুনিনা! কাছেই বসে ড্রইং খাতায় জল-জঙ্গল-বাঘ-হরিণ-নৌকার সহাবস্থানের ছবির উপর রঙ চড়ায় ছোট্ট পুট। সদ্য সুন্দরবন ভ্রমণের ফল। হাতে প্যাস্টেল পুট এর কান তৎপর এদিকে। মগজে সেঁধিয়ে গেছে অচেনা শব্দবন্ধ। অতএব এখন ব্যাখ্যা কর, 'মগের মুলুক' কি? 'শায়েস্তা' কাকে বলে?

টেবিলে সদ্য কেনা গ্লোবটা এক পাক ঘুরিয়ে দিতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লো পুট। গ্লোবের উপর দেশ খোঁজা ওর কাছে বেশ মজার খেলা। আমরা পরলাম গ্লোবের উপর পর্তুগাল, সুন্দরবন, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ নিয়ে। নীল সমুদ্র ছুঁয়ে গেছে প্রতিটি স্থানকেই।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমায় চট্টগ্রামের নিচে বঙ্গোপসাগরে প্রলম্বিত ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত সুপ্রাচীন আরাকান রাজ্য। একটা ছোট্ট রাজ্য, যার পশ্চিমে সমুদ্র আর পূর্বদিকে পর্বতমালা। ফলে মূল ব্রহ্মদেশ ভূখণ্ড থেকে পৃথক। অসংখ্য নদী, মানে স্থানে স্থানে সমুদ্রই ঢুকে পড়েছে দেশের মধ্যে। কি স্থলপথ, কি জলপথ উভয়ই দুর্গম। এই দুর্গমতার জন্যই ভিনদেশীয় আক্রমণ থেকে প্রায় চার হাজার বছর ধরে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করে এসেছে আরাকানের অধিবাসীরা। ধর্মীয় আচরনে এরা ছিল ব্রহ্মদেশীয়দের মতোই বৌদ্ধ। আর সাধারণ পরিচিতি ছিল মগ নামে। বৌদ্ধ হলে কি হবে, অহিংসার বিন্দুমাত্র ধার ধারতো না এই মগ জাতি। সমুদ্রের উপকূলে বাস করে এরা প্রকৃতিতে হয়ে উঠেছিল দুর্দম। নৌবিদ্যায় ছিল নিপুণ। সমুদ্রে অথবা ভিনদেশে উপনীত হয়ে লুঠতরাজ ছিল এদের সহজ ব্যবসায়ের পথ। নিজের দেশের সীমা পেরিয়ে পূর্ব ভারত ভূখণ্ডের উপকূলবর্তী অঞ্চলে একসময় ছড়িয়ে পড়েছিল এই মগ বাহিনী। আরাকান ছেড়ে উত্তর দিকে চট্টগ্রামের পাড়ি দেওয়ার পথে বঙ্গোপসাগরে পরে সন্দ্বীপ। এই সন্দ্বীপেই ঘাঁটি ছিল মগ দস্যুদের। ওদিকে

মানুষ পাচার

লেনা দাশগুপ্ত বসু

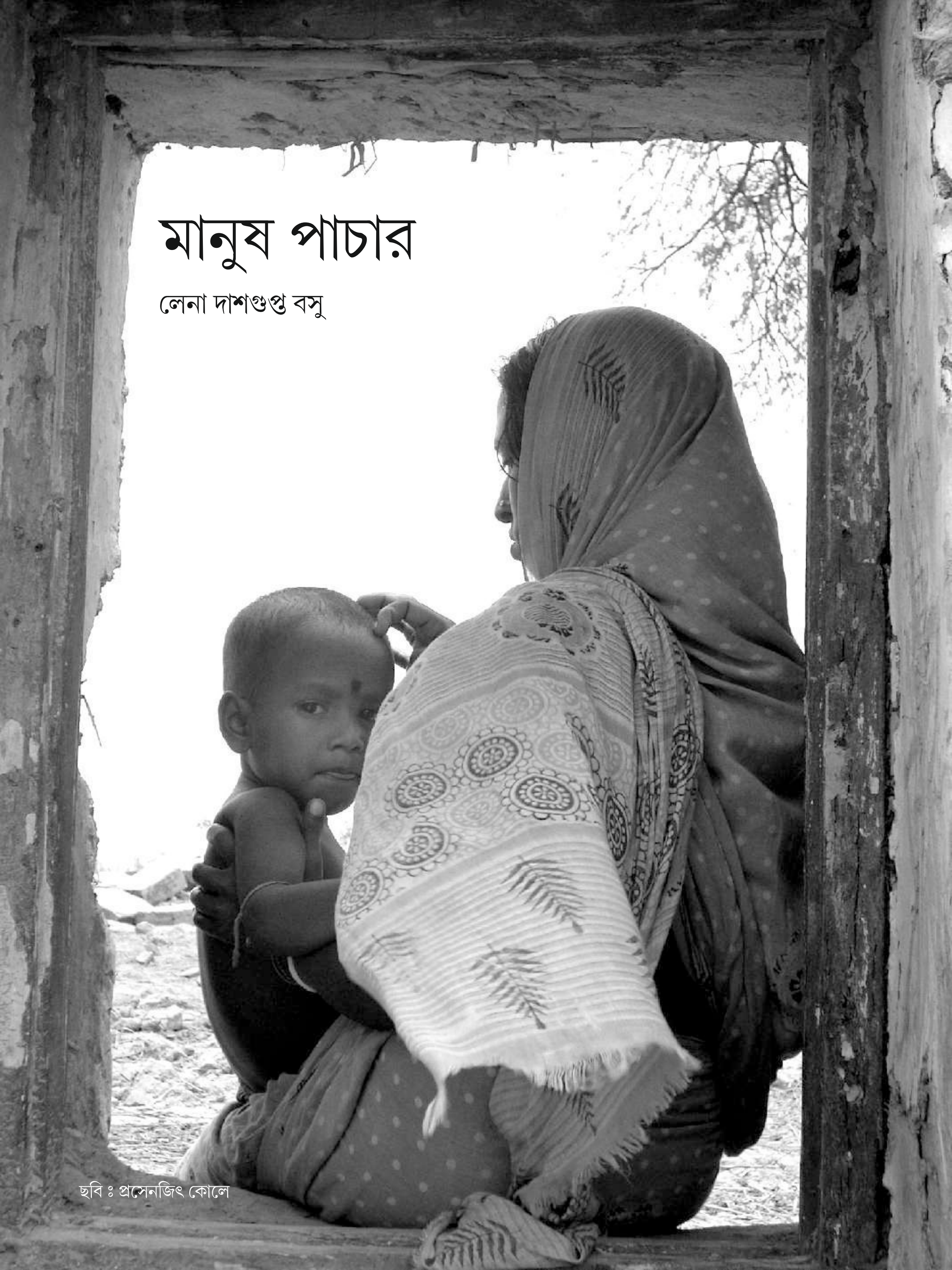

ছবি ঃ প্রসেনজিৎ কোলে

![সুন্দরবনের জার্নাল]

সুন্দরবনের জার্নাল

প্রণবেশ সান্যাল

বাজেয়াপ্ত করা মধুর নৌকা। ছবি ঃ লেখক

জলদস্যুদের মুখোমুখি

সুন্দরবনে ব্যাঘ্র প্রকল্পের ভার নেওয়ার প্রথম দিনটায় আমার পূর্বসূরি শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র দে'কে সমস্বরে কালো হাত গুঁড়িয়ে দেবার ভয় দেখান হয়েছিল। সেটা প্রকারান্তরে আমাকেও আগে থেকে শাসিয়ে রাখার জন্যেও হতে পারে। আমি তো তখন প্রমাদ গুনেছিলাম যে কোথায় এলাম রে বাবা! এ ফুটন্ত কড়াই। যাইহোক ভার নেওয়া-নিয়ির পালা শেষ করে সুভাষদাকে সরকারী জিপে তুলে দিয়ে চেয়ারে বসলাম, জনতা শান্ত হল।

এরপর কিন্তু সাড়ে ছয় বছর ধরে ঐ চেয়ার আমাকে ধরে রেখেছিল। অফিসের জানালা থেকে দৃশ্যমান অপরূপ মাতলা নদীর অনেক জল বয়ে গেল। আমিও ভয়াল সুন্দর সুন্দরবনের প্রেমে পড়লাম।

তখন অবশ্য ভাবিনি যে মাঝে মাঝে জলদস্যুর মোকাবিলাও করতে হবে। জলদস্যুরা এখানে মধু সংগ্রহের সময়, নৌকো ভর্তি মধু ডাকাতি করে লুঠ করে। কখনো কোনো জেলেকে ধরে রেখেপণ চাওয়ার কথা বাড়িতে জানিয়ে দেয় সঙ্গীর মাধ্যমে। পণ না পেলে প্রাণে মারার ভয় দেখায়। আবার কখনো গোটা লঞ্চেই ডাকাতি করে। এরা বেশিরভাগ সুন্দরবনের লোক, কিছু ডাকাত ভারতীয় আবার কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশি।

গত মার্চ মাসের প্রথম দিকেই ভারতীয় সুন্দরবনের উত্তর-পূর্ব দিকে কালিন্দী ফরেস্ট চেক পোস্টের কাছে বাংলাদেশ সীমান্তে জলদস্যুর মোকাবিলা করতে গিয়ে দুজন সরকারি কর্মচারী গুলিবিদ্ধ হলেন। কাজেই সুন্দরবনে অন্যান্য ভীতির মতোই জলদস্যু ভীতিও কম বিপজ্জনক নয়। পরে সেটা ধীরে ধীরে টের পেলাম।

সত্যি জলদস্যুর সন্ধানে সুন্দরবনে

ছবি ঃ ধৃতিমান মুখার্জী

সুন্দরবন অঞ্চলে প্রায় 'মিথ' হয়ে ওঠা জলদস্যু বাচ্চু সর্দারের খোঁজে সুন্দরবনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক **রূপক সাহা**। তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ ছাপা হয়েছিল ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সাল থেকে পরপর তিনটি রবিবাসরীয়তে আনন্দবাজার পত্রিকায়। রূপক সাহার জাদু কলমে সেই রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক বিবরণ শুরু হল আমাদের পত্রিকায়। এবারে প্রথম পর্ব।

ছবি ঃ অমিত ধর

সুন্দরবনে লুঠেরাদের পাঁচশো বছর

সৌমেন দত্ত

চৈতন্যদেব শান্তিপুর থেকে নীলাচলে যাওয়ার পথে ছত্রভোগে এসে পৌঁছেছেন। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার মথুরাপুর থানার ছত্রভোগ তখন সমৃদ্ধ নগর। তার দক্ষিণ প্রান্ত অবশ্য বনময়। এক রাত স্থানীয় ভক্তদের সঙ্গে কাটিয়ে পরের দিন সকালে মহাপ্রভু যাত্রা করলেন। নৌকায় মহাপ্রভুকে ঘিরে শিষ্যরা উচ্চকণ্ঠে নাম কীর্তন করছেন। চারপাশের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত মাঝি প্রেমোন্মাদ যাত্রীদের সতর্ক করলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত-এ ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দে বৃন্দাবন দাস তার বর্ণনা দিচ্ছেন-

বুঝিলাম আজি আর প্রাণ নাহি রয়।
কূলে উঠিলে সে বাঘে লইয়া পালায়।।
জলে পড়িলে সে বোল কুম্ভীরেই খায়।
নিরন্তর এই পানিতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে।।

সম্ভবত এটাই ভয়াবহ সুন্দরবনের প্রাচীনতম লিখিত বিবরণ। ষোড়শ শতকের আগে সুন্দরবনে ডাকাতি বা অন্য কোন অপরাধ হোত কিনা, তা জানার কোন সূত্র হাতে নেই। তবে বিভিন্ন পর্যটক, লেখকের বর্ণনায় আমরা নিশ্চিত হতে পারি, এই সময় থেকে ডাকাতদের অত্যাচার বেড়েছে। তারা নৃশংসতর হয়েছে। অরণ্য, নদী ঘেরা ভাটির দেশে দিল্লির শাসন ব্যবস্থা কখনও জোরালোভাবে কায়েম হয়নি। বঙ্গোপসাগরের কোলে দ্বীপগুলির অবস্থান হওয়ায় বিভিন্ন সময় স্বদেশি বিদেশি তস্করররা জলপথে অবাধে হানা দিয়েছে জনজীবনে। ডাকাতি, লুঠতরাজে সুন্দরবন বরাবর এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার থেকে।

১৭৮০ সালে প্রকাশিত জেমস রেনেলের 'Map of the Sundabund and Baliagot Passages' মানচিত্রে দেখতে পাই, সুন্দরবনের উত্তরে জনবসতি থাকলেও দক্ষিণে জঙ্গল মহল, নিমক মহল বাদ দিয়ে বাকিটা জনশূন্য। রেনেলের মন্তব্য, Country depopuleted by the Muggs, মগদস্যু হানায় জনহীন। তিন-চারটি শব্দের বাক্যটি যেন সুন্দরবনের অন্ধকার অতীতে বিদ্যুৎ ঝলকের মত এক পলকের আলো ফেলে। আমরা জেনে যাই, অষ্টাদশ শতকে, জনমানবহীন হলেও আগে কোন